Exam

দৈনিক বাংলা

007

তারিখ 06 MAR 1986 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

যতসব পরীক্ষার তারিখ

১২ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্ব এমএ পরীক্ষা। এ খবর প্রকাশিত হয়েছে গতকাল। এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৮৩ সালে। পরীক্ষার তারিখ দেয়া হয়েছিল বার বার, এবার সপ্তমবার। এবারও পরীক্ষা হবে কিনা কেউই হয়ত বলতে পারেন না।

এই পরীক্ষার তারিখ নিয়ে কিছুটা ঝামেলা হয়েছিল মাত্র কদিন আগে, তখন হঠাৎ করে পরীক্ষার তারিখ সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ছাত্ররা খুশী হয়নি। তাই ভাঙচুর হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। সেটা ছিল ষষ্ঠ বারের তারিখ।

পরীক্ষা নিয়ে একটি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের মহলে। এখন অধিকাংশ ছাত্রই পরীক্ষার তারিখ সরাবার বিপক্ষে, এককালে ঢাকার ছাত্রদের বিরুদ্ধে পরীক্ষার তারিখ সরাবার অভিযোগ ছিল। অভিযোগ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তারা নাকি ঢাকার ছাত্ররা কিছুটা হৈচৈ করলেই পরীক্ষার তারিখ সরিয়ে দিতেন, অথচ অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই বাস করে ঢাকার বাইরে। কেউ কোন দিন তাদের কথা মনে রাখত না। ঢাকাই সব কিছুর সিদ্ধান্ত নিত।

পরীক্ষার তারিখ সরাবার আন্দোলন কম দেখিনি। নিজেও কম করিনি। পরীক্ষার তারিখ সরাবার দাবীতে অনশন দেখেছি। এককালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও হতে দেখেছি। দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমী কাউন্সিলের জরুরী অধিবেশন। তখন পরীক্ষার তারিখ সরাবার আন্দোলন ছিল কারো কারো যেন একটি সংবাৎসরিক দায়িত্ব।

সেই পরিস্থিতি এখন নেই। সেকালে পরীক্ষা ছাত্রদের পিছনে ছুটত। এখন ছাত্ররা ছুটছে পরীক্ষার পিছনে। তারা মিছিল করছে পরীক্ষার জন্য। কিন্তু পরীক্ষা কোথায়। পরীক্ষা না হওয়ার মত কারণ ঘটছে নিত্য-নিয়মিত। তাই পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক বা অন্যান্য মহলের ভোগান্তির শেষ নেই।

পরীক্ষার তারিখ সরাবার কারণ কি তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠছে। অনেকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছেন বাইরের ঘটনার দিকে। তারা বলেন, বাইরের ঘটনার প্রতিফলন ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রভাবিত হচ্ছে। এই পরি-

বলতে শুনিনি। খাতা দেখা বা পতি হচ্ছে পরীক্ষার তারিখ বার বার সরে যাওয়া।

এই অভিযোগ সম্পর্কে কেউ হয়ত দ্বিমত পোষণ করবে না। কিন্তু এটাই কি পুরো সত্য? মাঝে মাঝে তো অনেক অপ্রিয় সত্যেরও খোঁজ পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ করলে দেখা যাবে অনেক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে ছ মাস থেকে এক বছর কেটে যায়। পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে চিঠি প্রকাশিত হয়, এর ফলেও তো লেখাপড়া কম বিঘ্নিত হয় না। এ ঘটনা নিশ্চয়ই বাইরের নয়। এ ঘরের ঘটনাটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোন দিন কিছু

অনিকেত

পরীক্ষার ফল প্রকাশ করাও যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। শিক্ষকদের প্রকৃত পক্ষে কোন কাজ থাকে না, অথচ নিরীক্ষকের কাজটিও করা হয় না। কেন করা হয় না তার জবাব দিহির বালাই হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।

কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন অনিশ্চয়তার কোন অর্থ আছে কি? আমার তো মনে হয় শুধু বাইরের ব্যাপার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের ব্যাপারও আছে। এবং ঘর সামলাবার প্রয়োজনও আছে। কেন নিয়মিত খাতা দেখা হয় না? কেন নিয়মিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় না? সে সম্পর্কে আমার আদৌ কোন ধারণা নেই তাও নয়। তবে সব সময় সবকিছু বলা শোভন নয় বলে অনেক কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হয়।

পরীক্ষার তারিখ নিয়ে ঘটনাকে আমি একটু ভিন্নভাবে সাজাতে চাই। পরীক্ষার ফল নিয়েও ঐ একই কথা। এক সময় ছাত্র ছিলাম। পরীক্ষার আগে ভাবতাম পরীক্ষার তারিখ সরে গেলে ভাল হয়। পরে দেখেছি পরীক্ষার তারিখ সরলে কোন লাভ হয় না। মনে হয়েছে পরীক্ষাটা পার করে দিতে পারলে হয়। এই টানাপোড়েন আর সহ্য হয় না।

পরীক্ষার পর মনের হত আর এক অবস্থা। প্রথম ভাবতাম কোন মতে পাস করতে পারলেই হয়। তারপর ভাবতাম দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলে কেমন হয়? এর পরে আসত প্রথম বিভাগের কথা। তারপর ভাবতাম আরও উঁচুতে গেলে কেমন হয়। অর্থাৎ আশা নিরাশায় ভুগতাম দিনের পর দিন। আমার মত অভিজ্ঞতা বোধহয় অনেকেরই আছে। আছে বলেই পরীক্ষা নিয়ে বার বার লিখি। জানি অনেকে খুশী হন না। অনেকে বুঝতে চেষ্টা করেন না দেশে লাখ লাখ গরীব ছেলেদের কথা। ওদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। পরীক্ষার তারিখ একদিন সরে গেলে দুদিনের খোরাক যোগাড় করতে কষ্ট হয়। নিয়মিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত না হলে চাকরির শেষ সুযোগটুকুও হাত ছাড়া হয়ে যায়। এরাই আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এমনি একটা পরীক্ষা আজ সারা দেশে শুরু হওয়ার কথা। কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী আজ এসএসসি পরীক্ষায় বসবার কথা। এই ছাত্রছাত্রীদের সাথে জড়িত লাখ লাখ পরিবার। আজকের পরীক্ষার্থীদের মনে নানা দুশ্চিন্তা আছে। পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে হওয়া না হওয়া নিয়ে পরস্পর বিরোধী খবর আছে। এ পরিবেশ পরীক্ষার্থীদের পক্ষে ক্ষতিকর। দুশ্চিন্তা নিয়ে কারও পক্ষে ভালভাবে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়।

এ পরিস্থিতি নিয়ে অনেক অভিভাবক চিঠি লিখেছেন। ফোন করেছেন। কেউ এই পরিস্থিতির কারণ খুঁজতে আগ্রহী নন। তারা জানতে চান না কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আবেদন হচ্ছে পরীক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক। এ জন্য যা করা প্রয়োজন সব কিছুই করতে হবে। নির্বিঘ্ন নিশ্চিত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে বলে আমি মনে করি না।